কোনো দেশে নির্দিষ্ট বছরে দেশের সমস্ত উপার্জনকারী একক সম্মিলিতভাবে বাজার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে আয় উপার্জন করে, তাকেই জাতীয় আয় বলা যায়। অন্যদিকে, নির্দিষ্ট বছরে দেশে বিভিন্ন উৎপাদক উৎপাদনে যে মূল্য সংযোজন করে, তার মোট মূল্যকেও জাতীয় আয় বলা যায়। কাজেই এই তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় আয়ের পরিমাপে মূলত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হতে পারে :

(ক) আয় শুমারি পদ্ধতি (Income census method),

(খ) মূল্য সংযোজন পদ্ধতি অথবা উৎপাদন শুমারি পদ্ধতি (Value-added method) এবং

(গ) ব্যয় শুমারি পদ্ধতি (Expenditure census method)।

আয় শুমারি পদ্ধতি (Income census method) :

এই পদ্ধতি অনুসারে জাতীয় আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি দেশের বিভিন্ন উপার্জনকারী একক চিহ্নিত করা হয় এবং নির্দিষ্ট বছরে তাদের আয় নির্ধারণ করা হয়। এই সকল উপার্জনকারী এককের আয়ের সমষ্টিই হল জাতীয় আয়।

∴ এই পদ্ধতিতে, জাতীয় আয় = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা)

আয় শুমারি পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয়ের পরিমাপের সময় এই সকল উপার্জনকারী এককের আয়ের সমষ্টি হিসাব করা হয়। **আয় শুমারি পদ্ধতি অনুসারে যে বিষয়গুলি জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে না, সেগুলি হল :**

(ক) হস্তান্তর আয় : কোনো উপার্জনকারী একক যদি হস্তান্তর আয় উপার্জন করে, তবে সেই আয় জাতীয় আয়ের গণনায় অন্তর্ভুক্ত হয় না। কারণ কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যতিরেকেই এই ধরনের আয় সৃষ্টি হয়। যেমন—ভিখারির আয়, বন্যা দুর্গতদের সাহায্য প্রাপ্তি, ইত্যাদি।

(খ) পূর্বে অর্জিত আয়ের প্রাপ্তি : বর্তমান বছরে উৎপাদন ও সেবাকর্মের মাধ্যমে যে আয় সৃষ্ট হয়, সেটি জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু অতীতে উৎপাদিত কোনো দ্রব্য বা সেবা থেকে যদি বর্তমানে আয় উপার্জন হয়, তবে তা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন— এক বছরের বেশি পুরাতন বাড়ি, গাড়ি বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয় এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(গ) মূলধনি লাভ : পুরাতন জমি বা পূর্বের ক্রয় করা শেয়ার যদি ক্রয়মূল্যের চেয়ে অধিক দামে বিক্রয় করা হয় তবে মূলধনি লাভ (Capital gains) সৃষ্ট হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নতুন কোনো সম্পদ সৃষ্ট হয়নি। তাই মূলধনি লাভকে জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

(ঘ) স্বেচ্ছামূলক কাজ : বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবকরা বিনা পারিশ্রমিকে নানান উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে। এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবকদের উপার্জনকারী একক হিসাবে গণ্য করা যাবে না। কারণ এই সকল ক্ষেত্রে সেবাকাজের উৎপাদন মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।

মূল্য সংযোজন অথবা উৎপাদন শুমারি পদ্ধতি (Value-added method or Product census method) : এই পদ্ধতি অনুসারে একটি নির্দিষ্ট বছরে দেশের সকল

উৎপাদক সম্মিলিতভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে মূল্য সংযোজন করে, তার মোট মূল্য হিসাব করা হয়।

দ্বি-গণনা সম্বন্ধীয় দোষ : উৎপাদন বিভিন্ন স্তরে সম্পন্ন হয়। একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য অপর উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাজেই নির্দিষ্ট বচরে দেশের সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন করে, তার মূল্য থেকে জাতীয় আয়ের সঠিক পরিমাপ সম্ভব হবে না। যেমন—নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত কাঠের আসবাবপত্রের মূল্য, চেরাই কাঠের মূল্য এবং গাছের গুঁড়ির মূল্য যদি হিসাব করা হয়, তবে একই বিষয়ের দুইবার গণনা সম্বন্ধীয় দোষ (Error of double counting) সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে কেবল মূল্যযুক্তি বা মূল্য সংযোজনের হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য থেকে কাঁচামালের খরচ বিয়োগ করতে হবে। যদি তা না করা হয় তবে **সর্বশেষ উৎপন্ন দ্রব্য** (Final goods)-এর মূল্য হিসাব করতে হবে। যেমন—কাঠের আসবাবপত্র হল সর্বশেষ উৎপন্ন দ্রব্য।

প্রথমে দেশের সকল শ্রেণীর সামগ্রী ও পরিসেবার উৎপাদকদের (ছোটো, বড়ো, মাঝারি আয়তনের উৎপাদক, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি, সরকার প্রভৃতি) মূল্যযোগ হিসাব করে তারপর সেগুলির যোগফল হিসাব করলেই সংশ্লিষ্ট বছরে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) পাওয়া যাবে। জাতীয় আয় (National Income) হিসাব করার জন্য এর পরে জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধনের অবক্ষয় বাবদ ব্যয় বাদ দিয়ে নিট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product) হিসাব করতে হবে। সবশেষে এই নিট জাতীয় উৎপাদন থেকে পরোক্ষ কর (Indirect Business Taxex) এবং আরও দু-একটি খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়ে (যেমন—কর-বহির্ভূত দায় ও ব্যবসায়িক হস্তান্তর ব্যয়) এবং ভরতুকি যোগ দিয়ে পাওয়া যাবে উপাদান মূল্যে নিট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product at factor costs) অর্থাৎ জাতীয় আয়। এই হল উৎপাদন পদ্ধতি অনুসারে জাতীয় আয়।

∴ বাজার মূল্যে নিট জাতীয় উৎপাদন
(–) পরোক্ষ কর
(–) কর-বহির্ভূত দায়
(–) ব্যবসায়িক হস্তান্তর ব্যয়
(+) ভরতুকি

= উপাদান মূল্যে নিট জাতীয় উৎপাদন
= জাতীয় আয়

এক্ষেত্রে কর-বহির্ভূত দায় (Non-tax liabilities)-এর অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলি হল : উৎপাদন সংস্থাগুলি প্রদত্ত বিভিন্ন ফি (fees) এবং দণ্ড (Fines)।

ব্যয় পদ্ধতি (The Expenditure method) : জাতীয় আয় হিসাবের তৃতীয় পদ্ধতি হল ব্যয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতির পিছনে মূল কথাটি হল এই যে, যে-কোনো আয়ই

কোনো-না-কোনো ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত। একজন ব্যক্তি কিছু ব্যয় করলে তবেই অন্য কোনো ব্যক্তির কিছু আয় হয়। এইজন্য, সমগ্র দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেশের আয় এবং দেশের ব্যয় একই হওয়ার কথা। অর্থাৎ, দেশের সব মানুষের আয়ের যোগফল এবং দেশের সব মানুষের ব্যয়ের যোগফল একই হবে।

ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Expenditure) : একটি দেশের মানুষের বিভিন্ন প্রকারের ব্যয়কে অর্থনীতিবিদ্‌রা মোটামুটি চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে থাকেন : ভোগব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I), সরকারি ব্যয় (G), নিট রপ্তানি অর্থাৎ রপ্তানি ও আমদানির বিয়োগফল (X–M) বা দেশীয় দ্রব্য ক্রয়ে বিদেশিদের নিট ব্যয়।

'C' বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত ভোগব্যয় অর্থাৎ দেশের সব পরিবারগুলি নিজেদের ভোগ বাবদ যা ব্যয় করে তার যোগফল। অনুরূপভাবে, 'I' বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত বা বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয়।

'G' বলতে বোঝানো হয় সকল প্রকার সরকারি ব্যয়। সরকারও বিনিয়োগ করতে পারে। কোনো সরকারি বিভাগ যখন কোনো মূলধনি দ্রব্য ক্রয় করে (যেমন— অফিসের আসবাবপত্র), তখন এটি সরকারের বিনিয়োগ ব্যয় বলে গণ্য হয়। আবার সামাজিক মূলধন গঠনের কাজে (যেমন— রাস্তাঘাট, সেতু, সরকারি অফিস বা প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ি প্রভৃতি নির্মাণ) সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এগুলিও সরকারি বিনিয়োগের উদাহরণ। মূলধনি দ্রব্যের (যেমন— মেশিনপত্র বা সামাজিক মূলধনের) ক্রয় বা নির্মাণ ছাড়া অন্য যে-কোনো কাজে সরকার যদি অর্থব্যয় করে তবে তা সরকারের ভোগব্যয় বলে ধরা হয়। যেমন— সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও মজুরি বাবদ ব্যয় হল এই ধরনের ব্যয়। আবার, যেসব দ্রব্য যে বছরে ক্রয় করা হচ্ছে, সেই বছরেই যদি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় (যেমন— অফিসে ব্যবহারের জন্য কাগজ), সেসব ব্যয়ও সরকারি ভোগব্যয় বলে গণ্য করা হয়। স্বদেশে রপ্তানি আয়ের অর্থ হল এই রপ্তানি দ্রব্য ক্রয়ে বিদেশিদের ব্যয়। সুতরাং, রপ্তানি বাণিজ্যে নিট আয় হিসাব করতে হলে রপ্তানির মূল্য থেকে আমদানির মূল্য বিয়োগ দেওয়া উচিত। অর্থাৎ, (X–M)-এর হিসাবটি স্বদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বিদেশিদের নিট ব্যয় নির্দেশ করে। যদি রপ্তানি (অর্থাৎ বিদেশের আমদানি) বৃদ্ধি পায় তবেই দেশের আয় বৃদ্ধি পাবে। এই কারণে, নিট রপ্তানি অর্থাৎ (X–M)-কে এখানে C, I এবং G-এর সঙ্গে যোগ করা হয়। সুতরাং, C, I, G এবং (X–M)-এর যোগফলকে একটি দেশের এক বছরের জাতীয় আয়ের একটি হিসাব বলে গণ্য করা যায়।